Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : VI Issue : X,15th, Jan, 2019 পৌষ, ১৪২৫,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

আবির্ভাব - ১২ জানুয়ারী ১৮৬৩
তিরোভাব - ৪ঠা জুন, ১৯০২

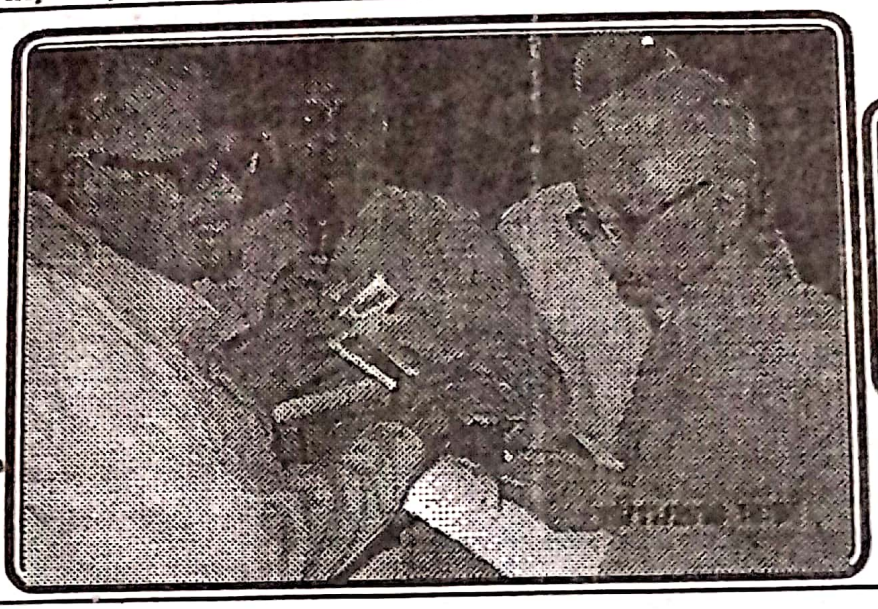

ইংরেজী তত
নববর্ষ-২০১৯
সকল সদস্য ও সদস্যাকে
জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা

শারদীয়া মিলনোৎসবে শ্রী অজয় সেনগুপ্তকে সম্মাননা প্রদান করছেন শ্রী রামরমন ভট্টাচার্য

শ্রীশ্রী বিবেকানন্দ সঙ্গীত

নজরুল ইসলাম

হে প্রিয় স্বামিজী, পুরুষ সিংহ তুমি ভারতের প্রাণ
ধন্য আজিকে হয়েছি আমরা লভিয়া তোমারি দান।
ধর্ম মোদের ছিল যে গো প'ড়ে
আঁধারে ঢাকিয়া কত যুগ ধ'রে —
তোমার মধুর পরশ লভিয়া হল সে যে মহীয়ান।
'মুচি ও মেথর তোদেরি রক্ত তোদেরি আপন ভাই" -
যে মহামন্ত্রে আনিলে একতা আজও তাহা ভুলি নাই।
সাগরের পার গেলে তুমি চলে
কত শত বাঁধা দলি' পদতলে,
তোমার বাণীতে ধর্ম মোদের লভিল শীর্ষস্থান।।

—

স্বামী বিবেকান্দের বাণী

চাই পূর্ণ সরলতা, পবিত্রতা, বিরাট বুদ্ধি এবং সর্বজয়ী ইচ্ছাশক্তি। এই সকল গুণসম্পন্ন মুষ্টিমেয় লোক যদি কাজে লাগে তবে দুনিয়া ওলটপালট হইয়া যায়।

চরিত্রগঠনের জন্য ধীর ও অবিচলিত যত্ন, এবং সত্যোপলব্ধির জন্য তীব্র প্রচেষ্টাই কেবল মানব জাতির ভবিষ্যৎ জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

'সত্যমেব জয়তে নানৃতম। সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।' বৃহত্তর জগতের কল্যাণার্থ নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ যে বিসর্জন দিতে পারে, সমগ্র জগৎ তাহার আপনার হইয়া যায়।

Scanned by CamScanner

চিরকালই ইউরোপ হইতে সামাজিক এবং এশিয়া হইতে আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্ভব হইয়াছে এবং এই দুই শক্তির বিভিন্ন প্রকার সংমিশ্রণেই জগতের ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। মানবজাতির ইতিহাসের একটি নতুন পৃষ্ঠা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইতেছে এবং সর্বত্র তাহারই চিহ্ন দেখা যাইতেছে। শত শত নতুন পরিকল্পনার উদ্ভব ও বিলয় হইবে, কিন্তু একমাত্র যোগ্যতমেরই প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত - সত্য ও শিব অপেক্ষা যোগ্যতম আর কি হইতে পারে?

আমি একমাত্র কর্ম বুঝি — পরোপকার, বাকি সমস্ত কুকর্ম। তাই শ্রীবুদ্ধদেবের পদানত হই। বুঝতে পারছ? ... ফল কথা — আমি বৈদান্তিক; সচ্চিদানন্দ আমার নিজের আত্মার মহান্ রূপ ছাড়া অন্য ঈশ্বর বড় একটা দেখতে পাচ্ছি না।

'যাঁদের চিত্ত সাম্যে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা ইহজীবনেই জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন অতিক্রম করেছেন। ভগবান, নির্দোষ ও সমদর্শী এবং সকলের প্রতি সমবুদ্ধি; সুতরাং তাঁরা ভগবানেই অবস্থিত।' বাসনা, অজ্ঞান ও ভেদদৃষ্টি — এই তিনটিই বন্ধন। জীবনে অনাসক্তি, জ্ঞান ও সমদর্শিতা — এই তিনটি মুক্তি। মুক্তিই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষ্য।

—:: শ্রদ্ধায় স্মরণে ::—

শ্রী মৃণাল সেন

গত ৩০/১২/২০১৮ সকাল ১০.৩০মিনিটে বিদায় নিলেন মৃণাল সেন। ভারতীয় চলচিত্র জগতের অন্যতম সেরা সৃজন প্রতিভার জীবনাবসান হয়েছে। কলকাতায় তাঁর নিজের বাড়িতে মারা গেলেন, বয়স হয়েছিল ৯৫ বৎসর। জন্মেছিলেন ১৯২৩ সালের ১৪ মে। গত বছর তাঁর স্ত্রী মারা যান এবং একমাত্র পুত্র আমেরিকায় থাকেন। 'নীল আকাশের নীচে' থেকে 'আমার ভুবন' - দীর্ঘ যাত্রায় সংস্কৃতিক বিশ্বকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। সমাজের মানুষের সুখ, দুঃখ, ব্যথা বেদনার ছবি তুলে ধরেছেন সমগ্র মানব সমাজের নিকট। তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন সমাজের সকল স্তরের মানুষ। আমরা বিনম্র চিত্তে তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

—:: শ্রদ্ধায় স্মরণে ::—

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪-২০১৮)

বর্ষীয়ান কবি শ্রী নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী গত ২৫ ডিসেম্বর প্রয়াত হন। ১৯২৪ সালের ১৯ অক্টোবর অধুনা বাংলা দেশের ফরিদপুর জেলার চান্দ্রা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বৎসর। কবিতার সাথে সাথে তিনি লিখেছেন অজস্র গদ্য, গ্রন্থ সমালোচনা, একাধিক রহস্য উপন্যাস, আত্মকাহিনী নীরবিন্দু। লিখেছেন ছোটদের জন্য ছড়া ও কবিতা। তিনি চলে গেলেও তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। তাঁকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী।

—:: শ্রদ্ধায় স্মরণে ::—

শ্রী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় (১৯২৭-২০১৮)

বাংলা গানের স্বর্ণযুগের শিল্পী শ্রী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় গত ২৪ ডিসেম্বর প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর

Scanned by CamScanner

তারপর শুরু হয় সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। যাদেরকে সম্মাননা জানানো হবে তাদের সকলেরই বয়স ৭৫ উর্দ্ধ। তারা হলেন - P.S. M. Eswarayya, Mrs. Vish Lakshmi Eswarayya, শ্রী পবিত্র ব্যানার্জী মুবারক আলী মন্ডল, সন্ধ্যা হালদার, হিমাদ্রী গুপ্ত ভায়া, কমল সাহা, অজয় সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার, গীতা সরকার, নির্মল সরকার, ভূপেন্দ্র ভূষণ চন্দ, ফাল্গুনী চন্দ, দীপা দত্ত। এদের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের হাতে ফুল, মেমেন্টো, মানপত্র, প্রদান করে একে একে সম্মাননা প্রদান করেন সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী, সহ সভাপতি শ্রী রাম রমণ ভট্টাচার্য ও সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র। যারা উপস্থিত হতে পারেন নি পরবর্তীতে তাদেরকে বাড়ীতে গিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হবে।

সম্মাননা প্রদানের পর শুরু হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি সবিতা জানা, শ্রীমতি অর্চনা ভাদুরী। সঙ্গীতের পর আবৃত্তি করেন শ্রীমতি করবী লাহিড়ী। আবৃত্তির পর সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি পারমিতা দত্ত ও শ্রী তমঘ্ন মুখার্জী।

সবশেষে পরিবেশিত হয় শ্রুতি নাটক, শরৎচন্দ্রের মহেশ। অংশগ্রহণ করেন ডাঃ কৃষ্ণাজ্জুন মুখার্জী, শ্রী তমঘ্ন মুখার্জী ও শ্রীমতি নিবেদিতা মুখার্জী।

স্মৃতির মণিকোঠায় - সুভাষ চন্দ্র

ডাঃ গৌরীপদ দত্ত

কিছু লোকের জীবনে এমন কল্পনাতীত ঘটনা ঘটে যা মনের মণিকোঠায় সারাজীবন উজ্জ্বল থাকে। এইরকম কিছু ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছিল।

১৯৩৮ সালে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। মাস এবং তারিখ মনে নাই। তখন আমার বয়স দশ বছর। তার আগে ১৯৩৭ সালে একটি বিধান সভা নির্বাচন হয়। তখন কেন্দ্র ছিল জয়পুর ও কোতুলপুর থানা মিলিয়ে একটি পদ। সে সময় সবার ভোট দেবার অধিকার ছিলনা। ভোট হয় জয়পুরে একদিন। তার বোধহয় একদিন বাদ দিয়ে কোতুল পুরে তৃতীয় দিন। এই ভোট পর্ব আমাদের অঞ্চলে এক অদ্ভুদ্ উম্মাদনা সৃষ্টি করে। যা আমাদের মত বালখিল্লদেরও প্রভাবিত করে। প্রার্থী ছিলেন কংগ্রেস মনোনীত, আমার বাবার বন্ধু, কমল কৃষ্ণ রায়। প্রতীক ছিল লাঙ্গল। অন্যতম প্রার্থী ছিলেন ঐ অঞ্চলের বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী, কোয়াল পাড়া গ্রামের ভূতনাথ কোলে মহাশয়। ভূতনাথ কোলে মহাশয়ের কোলকাতায় অনেক ব্যবসা, মিল, বাজার ইত্যাদির কথা আমাদের ঐ অঞ্চলে প্রায় প্রবাদের মত ছিল। অনেক লোক তাঁর সাহায্যও পেয়েছে। তাঁদের দান, বিশেষে লক্ষ্মী পূজার সময় গরীব মানুষদের শাড়ী বিলোনো, আমাদের ও আশপাশের গ্রামে নানাভাবে পল্লবিত প্রচারে রূপকথার মত ছিল। আরো দুজন বিশিষ্ট প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী ছিলেন। সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয় এবং কুচিয়াকোল রাজ বাড়ীর জামাই, ক্ষেত্রমোহন সিংহ ঠাকুর মহাশয়। সত্যকিঙ্কর বাবু সর্বজন মান্য পন্ডিত এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সৎ এবং সংস্কৃতিবাণ মানুষ হিসাবে সারা জেলায় তার সুনাম আপামর জনসাধারণের শ্রদ্ধার বস্তু ছিল। ক্ষেত্রমোহন সিংহ ঠাকুর ও আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। কয়েক পুরুষ ধরেই ওঁদের সঙ্গে, রাজা প্রজার সম্পর্ক ছাড়িয়ে আমাদের পরিবারের, বিশেষ করে, আমার বাবার হৃদ্যতা ছিল।

কমলকাকা একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী ছিলেন। সরল অমায়িক এবং সুবক্তাও ছিলেন। ওর খ্যাতি ছিল "Photographic memory' র। সবাই বলতেন যে কোন প্রবন্ধ এক বার পড়লে উনি তা পুরোটাই পুনরাবৃত্তি করতে পারেন এবং অনেক বিষয়ের উদ্ধৃতি বা রেফারেন্স, নির্ভুল দিতে পারতেন। এটা অবশ্য পরীক্ষা করার সুযোগ আমার হয়নি কিন্তু পরবর্তী কালে সভা সমিতিতে ওঁকে চ্যালেঞ্জ করার ভঙ্গীতে, ডিক্সেনারী, অ্যালজেব্রা, পাঁজি ইত্যাদি মোটা মোটা বইকে সুদৃশ্য মলাটে মুড়ে বামপন্থী দাদারা ওঁর বক্তৃতার সময়ে সামনের সারিতে সাজিয়ে বসতেন। এতে ওর উদ্ধৃতি ও রেফারেন্স দেওয়ার সংখ্যা অবধারিতভাবে কমে যেত। কমলকাকা অত্যন্ত সহৃদয় এবং সাধাসিধা মানুষ

Scanned by CamScanner

প্রয়াণ বাংলা সঙ্গীত জগতের একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিবলে গণ্য হতে পারে। তাঁর জন্ম ১২ নভেম্বর, ১৯২৭ উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুরে। প্রথম রেকর্ড বিখ্যাত সুরকার নচিকেতা ঘোষের সঙ্গে ১৯৪৫ সালে মেগাফোন কোম্পানীতে। অজস্র পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। পদ্মভূষণ, বঙ্গভূষণ, সঙ্গীত - নাটক একাডেমী পুরস্কার, সঙ্গীত আনন্দ পুরস্কার, একাধিক সম্মানিক ডি.লিট এবং গোল্ডেন ডিস্ক-দীর্ঘ তালিকার কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। মহালয়ার সকালে তাঁর গান "জাগো দুর্গা" মিশে রয়েছে আমাদের অন্তরে।

শোকাহত চিত্তে তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

—:: শ্রদ্ধায় স্মরণে ::—

কমরেড নিরুপম সেন

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিল্প মন্ত্রী ও সিপি এমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড নিরুপম সেন গত ২৪ ডিসেম্বর প্রয়াত হয়েছেন। ১৯৪৬ সালের ৮ অক্টোবর তার জন্ম। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের জন্য পাঁচ বছর আগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেও হুইল চেয়ারে করে তিনি দলীয় সভায় যোগ দিতেন। তিনি সিপিএমের বর্ধমান জেলার সম্পাদক ও পলিট ব্যুরোর সদস্যও ছিলেন।

শোকাহত চিত্তে তাঁকে আমরা স্মরণ করছি।

২৫শে নভেম্বর, ২০১৮ বাঁদড্রোণীতে অনুষ্ঠিত শারদীয়া মিলনোৎসবের রিপোর্ট

রিপোর্টার- স্নেহাংশু চাকদার

২৫ নভেম্বর ২০১৮ রবিবার বিকাল ৫টায় ডাঃ কৃষ্ণ হালদারের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে ৬৯ সুবোধ পার্ক, বাঁশদ্রোণীতে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রী পেলব মুখার্জী।

তিনি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে বেথুন ইন্সটিটিউটের কার্যকলাপ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আপনারা জানেন আমাদের মেইন অফিস আনোয়ার শাহ রোডে, তাছাড়া রংকলের কো-অপারেটিভ বিল্ডিং-এ ডাঃ নর্মান বেথুনের নামে একটি ক্লিনিক আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি। সেখানে ডাক্তার বসেন এবং ই.সি.জি. করার ব্যবস্থা আছে। ফিজিওথেরাপী ও আকুপাংচার করার ব্যবস্থাও সেখানে আছে। এখানকার অফিস সম্পর্কে আপনারা জানেন। এখানে ২ জন হোমিও ডাক্তার বসেন। আমরা চেষ্টা করছি এই শাখা অফিসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সজীব করে রাখার জন্য যাতে প্রবীণ ব্যক্তিরা তাদের একাকিত্ব দূর করতে সক্ষম হন। অদ্য এখানে শারদীয়া মিলন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে এবং এখানে ১৪ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মাননা জানানো হবে। আমাদের অদ্যকার অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা-র মাননীয় মহারাজ স্বামী সুপর্ণানন্দ উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেছিলেন কিন্তু অনিবার্য কারণ বশতঃ তিনি উপস্থিত হতে না পেরে আমাদের সংস্থা জনকল্যাণ মূলক ও সেবামূলক কাজের প্রশংশা করে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান এবং স্বামী বিবেকানন্দের বাণী 'সর্বহারাদের মাঝেই নারায়ণের আশ্রয় আছে জেনে সেবা"- এই আদর্শ যেন প্রতিষ্ঠানটিকে সুরক্ষা দেয়, এই আশা ব্যক্ত করেন।

পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন শ্রী রামরমন ভট্টাচার্য। তিনি উপস্থিত সকলকে শারদীয়া শুভেচ্ছা জানিয়ে জয় ইউনিয়নের কার্যকলাপের উল্লেখ করে তাদের অবদানের কথা বর্ণনা করেন। তাদের প্রচেষ্টারই ফল বেথুন ইন্সটিটিউট। মানবতার সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রবীণ ব্যক্তিদের বিভিন্নভাবে পরিসেবা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে তারা কাজ করে চলেছে। দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্যই এই প্রচেষ্টা।

Scanned by CamScanner

ছিলেন। আমাকে খুব ভাল বাসতেন দেখা হ'লেই আমাকে ছোট বেলায় কোলে উঠিয়ে নিতেন।

আমরা শুনেছি ঐ অঞ্চলের নেতারা, বিশেষ কংগ্রেসের নেতারা ভূতনাথ বাবুকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান, কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী হ'তে। তিনি ঐ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। সেজন্য প্রচারিত হয় যে উনি সরকারী প্রার্থী। হয়তো উনি বলে থাকবেন যে সরকারের বিরোধিতা করে কংগ্রেসের প্রার্থী হ'তে চান না। ওঁর নির্বাচনী প্রতীক ছিল গরুর গাড়ী, সত্যকিঙ্কর সাহানা মশায়ের প্রতীক ছিল কোদাল এবং ক্ষেত্রমোহন বাবুর প্রতীক ছিল নৌকো।

আমার বাবা ডাঃ যতীন্দ্র নাথ দত্ত কংগ্রেসের কর্মী ছিলেন। খুব সম্ভবত জয়পুরে কমল কৃষ্ণ রায় এর পোলিং এজেন্ট ও ছিলেন। আমাদের বাড়ীতে এবং হাট তলার ঘরে কংগ্রেসের নির্বাচনী কাজ সমেত যাবতীয় কাজ কর্ম হতো।

ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলে ডাক সাইটে কংগ্রেস নেতা ছিলেন ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল। আবলুসকালে মাঝারি গড়নের বুদ্ধি দীপ্ত, দুঁদে মানুষ। আমার বাবার অনুজ প্রতীম বন্ধু ছিলেন তিনি। আমার দেখা অসাধারণ চরিত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। এমন বর্ণাঢ্য চরিত্র খুব কম দেখা যায়। ওকে নিয়ে অনেক গল্প আছে। ওকে নিয়ে নাটক এবং উপন্যাসও লেখা যায়। উনি ছিলেন ঐ নির্বাচনী লড়াই এর তীক্ষ্ণধী নেতা। আমার বাবা এই উপলক্ষে কীর্তনের ঢং-এ একটা গান বাঁধেন। সবটা মনে নাই। কিন্তু আরম্ভটা হ'চ্ছে

তোরা সব কবে লাঙ্গল ধর।
হালের ফলায় মা জানকী।
উঠেছিলেন পৃথ্বি থাকি
রাবণ বংশ ধ্বংস করে
উদ্ধারিতে দুঃখী নর।

স্বাগতম

জয়শ্রী গুপ্ত

এসো হে নবীন তরুণ, তরুনীর দল,
তোমরা এসে হাত বাড়ালেই পাব বল।
আমরা এই প্রবীণ, প্রবীণার দল।
তোমাদের কাজে উদ্দাম গতি,
আমরা যে স্থথ মন্থরমতি।
আছে যে প্রয়োজন মোদের প্রতি।
সকলের মাঝে মোরা যে একা,
ভুলোনা মোদের তাইতো ডাকা।
আছে যে অনেক কাজ যেয়োনা পালিয়ে,
নিতে হবে খোঁজ, কোন একা যাচ্ছে তলিয়ে ?
তাই একটু সময় দিও মোদের তরে,
হবে যে সমৃদ্ধ মনের জোরে।
বলেছি অনেক বাজে কথা।
এটাই প্রবীনদের স্বভাব বলতে থাকা।
আসছো জেনে আনন্দে।
লাগবে ভালই, যেখানে হৃদয় পাতা।
রইলো শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ।

বিজ্ঞপ্তি

পিকনিক

আগামী ৩০শে জানুয়ারী, ২০১৯ (বুধবার) বজবজ এর সন্নিকটে নোদাখালিতে এক মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছে, যাতায়াত ও আহারাদি বাবদ জনপ্রতি ৩৮০টাকা ধার্য করা হয়েছে।

আপনাদের সকলের অংশগ্রহণ একান্ত কাম্য,

ধন্যবাদ,

সম্পাদক

Scanned by CamScanner

—ঃ সম্পাদকীয় ঃ—

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ,

আপনাদের সবাইকে ইংরাজী নববর্ষের (২০১৯) আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। আশা করি পরিবার পরিজন সহ সবাই কুশলে আছেন।

বিদায়ী বর্ষের অন্তিম সপ্তাহে আমাদের রাজ্য হারিয়েছে তাঁর কয়েকজন কৃতী সন্তানকে। তাঁরা হলেন মেহনতী মানুষের দরদী বন্ধু ও সংগ্রামী নেতা কমরেড নিরুপম সেন, বাংলা গানের স্বর্ণযুগের গায়ক দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, বর্ষীয়ান কবি ও সাংবাদিক নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী ও প্রথিতযশা চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন। বিগত বৎসরে আমাদের সংস্থাও অনেক সদস্য/ সদস্যাকে হারিয়েছে। তাঁদের প্রত্যেককে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

প্রবীণদের প্রতি নির্যাতনের খবর সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে আমরা প্রায়ই পাই। কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার। প্রবীণদের স্বার্থ সংক্রান্ত আইনগুলির কোন প্রচার নাই, প্রবীণদের জন্য রাজ্য নীতিও নেই। নাই সার্বজনীন পেনশানের চিন্তা-ভাবনা। বন্ধুগণ, প্রবীন -কল্যাণ বিষয়গুলি বাস্তবায়নের জন্য সংঘবদ্ধ ভাবে এগোতে হবে।

২০১৯কে স্বাগত জানাই। বর্তমান বৎসরে পার্লামেন্টের ভোট। নূতন কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবে। সেই সরকার যেন সত্যিকারের "আচ্ছে দিন" নিয়ে আসতে পারে। এটা দেখা আমাদের সবার দায়িত্ব।

২০১৯ সবার জীবনকে সুখ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক। আসুন সবাই একসঙ্গে ভাল থাকি।

৯ই সেপ্টেম্বর -২০১৮তারিখে ডোনেশান প্রদান করেছেন তাদের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল ঃ-

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	টাকার পরিমাণ
	পূর্বে প্রকাশিত অনুদান	—	৪,৩০,৬০২.০০
১।	শ্রী মৃণাল দত্ত	চিত্তরঞ্জন কলোনী, কোলকাতা - ৭০০ ০৩২	২,০০০.০০
২।	শ্রী পেলব মুখার্জী	১৬এ,নেপাল ভট্টাচার্য্য, ১ম লেন, কোলকাতা - ৭০০ ০২৬	৬,০০.০০
৩।	শ্রীমতি শিক্তা দাস	পোদ্দার পার্ক, কোলকাতা - ৭০০ ০৪৫	৫,০০.০০
৪।	শ্রী অজিত কুমার বর্মন	ই-৮১এ, বাঘাযতীন, কোলকাতা - ৭০০ ০৮৬	২,০০.০০
৫।	শ্রী শক্তি শঙ্কর বসু	বি.আর.এস.৯ শঙ্কর বোস রোড, কোলকাতা - ৭০০ ০২৭	২,০০.০০
৬।	শ্রীমতি ছায়া মুখার্জী	১৬এ,নেপাল ভট্টাচার্য্য, ১ম লেন, কোলকাতা - ৭০০ ০২৬	২,০০.০০
৭।	শ্রীমতি অনিমা তালুকদার	অজয়নগর, কোলকাতা - ৭০০ ০৭৫	১,০০.০০
		মোট -	৪,৩৪,৪০২.০০

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in

Scanned by CamScanner